2138/C/2020

বর্তমান ২৬/৭/২০

লকাতা ও শহরতলি

করোনাজয়ী বৃদ্ধকে বাড়ির পাঁচ কিমি আগেই ফেলে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স!

থানায় অভিযোগ • কাঠগড়ায় চালক ও হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাড়ি নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে রেল গেটের কাছে করোনা জয়ী ওই বৃদ্ধকে ফেলে চম্পট দিল অ্যাম্বুলেন্সের চালক। শুক্রবার রাতে অশোকনগরের এই অমানবিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘটনায় রোগীর পরিবারে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার ওই অ্যাম্বুলেন্স চালকের কড়া শাস্তির দাবিতে অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার রায় বলেন, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোকনগরকল্যাণগড় পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, হাবড়া চৈতন্য কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক নির্মলকুমার দাস (৬৮) শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। গত ১৭ জুলাই তাঁর করোনা ধরা পড়ে। ১৮ তারিখ তাঁকে কদম্বগাছির করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার বিকেলে বাবার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ছেলে মলয় দাস হাসপাতালে ফোন করেন। হাসপাতাল থেকে বলা হয়, আপনার বাবা সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আজই বাড়ি পাঠানো হবে। আপনারা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে পারবেন, নাকি আমরাই করে দেবো? সমস্যার কথা জানানোয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ তিনি ফের হাসপাতালে ফোন করলে জানানো হয়, আপনার বাবাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গিয়েছে। এরপর বেশ কয়েক ঘন্টা কাটলেও নির্মলবাবু বাড়ি না ফেরায় সকলেই চিন্তায় পড়েন। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ স্থানীয় একজন এসে মলয়বাবুকে জানায়, আপনার বাবা অসুস্থ অবস্থায় ৩ নম্বর রেলগেটের কাছে পড়ে রয়েছেন। ধুলোয় মাখামাখি অবস্থা। আপনারা দ্রুত সেখানে যান। এই কথা শুনে দাস পরিবারের মাথায় কার্যত আকাশ ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সঞ্জয় রাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ অসুস্থ বৃদ্ধকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মলয়বাবু বলেন, কোনও অ্যাম্বুলেন্স চালক কী করে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন? রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নিত? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাবার ছুটির কথা আগে জানাল না কেন? আমি বিকেল ৫টায় ফোন করার পর কেন জানতে হল, ছুটি হয়ে গিয়েছে? এমনকী অ্যাম্বুলেন্সের চালকের ফোন নম্বর বারংবার চাইলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেয়নি। সঞ্জয় রাহা বলেন, ওই বৃদ্ধের প্রতিবেশী মহিলা যদি ওই রাস্তা দিয়ে না আসতেন এবং তিনি যদি চিনতে না পারতেন, তাহলে কী ঘটনা ঘটত, আমরা কেউ জানি না। করোনাকে জয় করার পরও শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্স চালকের দোষে যে কোনও সময় অঘটন ঘটতে পারত। সেকারণেই থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।